ফাতওয়া নাম্বার:৩৯৯ প্রকাশকালঃ২০-০৮-২০২৩ ইং

মাহদির আবির্ভাবের নিদর্শন বিষয়ক একটি হাদীসের তাহকীক

প্রশ্নঃ

চন্দ্র গ্রহণ কিংবা সূর্য গ্রহণের সাথে ইমাম মাহদির আগমনের কোনও সম্পর্ক আছে কি? বিস্তারিত জানালে অনেক উপকৃত হবো।

-নুরুল ইসলাম

উত্তরঃ

এ সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে সহীহ সনদে বর্ণিত কোনও হাদীস আমরা পাইনি। 'সুনানে দারাকুতনী' তে মুহাম্মাদ ইবনে আলী ইবনে হুসাইন আবু জাফর আল-বাকের (মৃ: ১১৮ হি.) রহিমাহুল্লাহর একটি বক্তব্য উল্লেখ হয়েছে এরকম,

حدثنا أبو سعيد الإصطخري، ثنا محمد بن عبد الله بن نوفل، ثنا عبيد بن يعيش، ثنا يونس بن بكير، عن عمرو بن شمر، عن جابر (الجعفي)، عن محمد بن علي (بن الحسين، أبو جعفر الباقر) قال: إن لمهدينا آيتين لم تكونا منذ خلق السماوات والأرض، ينخسف القمر لأول ليلة من رمضان، وتنكسف الشمس في النصف منه، ولم تكونا منذ خلق السماوات والأرض.

"মুহাম্মাদ ইবনে আলী (আবু জাফর আল-বাকের) বলেন, আমাদের মাহদির দুটি আলামত রয়েছে, যা আসমান-জমিন সৃষ্টির পর থেকে কখনও ঘটেনি। রমযানের প্রথম রাতে চন্দ্র গ্রহণ হবে এবং রমযানের মাঝামাঝিতে সূর্য গ্রহণ হবে। এ দুটি ঘটনা আসমান-জমিন সৃষ্টির পর

থেকে কখনও ঘটেনি।” -সুনানে দারাকুতনী, ২/৪২০, হাদীস নং: ১৭৯৫, মুআসসাসাতুর রিসালাহ

কিন্তু উক্ত বক্তব্য একদিকে যেমন সুনানে দারাকুতনীর মূল পাণ্ডুলিপিতে নেই, বরং তা একটি পাণ্ডুলিপির টীকায় সংযোজিত, অপরদিকে সনদের বিবেচনায়ও এটি একটি বাতিল বর্ণনা। শায়খ শুআইব আরনাঊত এটিকে বাতিল আখ্যা দিয়েছেন। -বিস্তারিত দেখুন: সুনানে দারকুতনীর টীকা নং: ০১

সুতরাং এমন একটি বাতিল বর্ণনার ভিত্তিতে এটিকে খলীফাতুল্লাহ মাহদির আবির্ভাবের আলামত হিসেবে উল্লেখ করার কোনও সুযোগ নেই।

-আবু মুহাম্মাদ আব্দুল্লাহ আলমাহদি (উফিয়া আনহু)

২৮-১২-১৪৪৪ হি.
১৭-০৭-২০২৩ ঈ.